Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৮ জুন, ২০১৯

৪২ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ১৭ জুন, ২০১৯, সোমবার, ১ আষাঢ়, ১৪২৬

শ্রদ্ধায় স্মরণে প্রয়াত সুধীর রায়

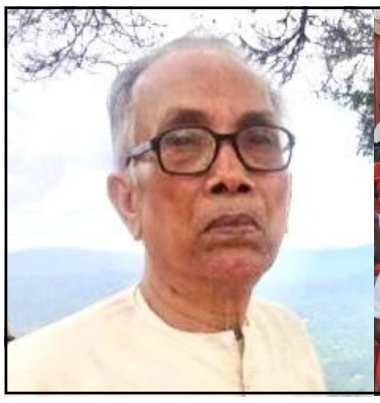

নিজস্ব সংবাদদাতা : অধ্যাপক সুধীর রায় প্রয়াত হন ৩০ মার্চ। ১৯৩৩ সালের ২৫ জুলাই বরিশাল জেলার এক সচ্ছল পরিবারে তাঁর জন্ম। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র হিসাবে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে পাশ করেন। পিতা ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। পরবর্তীকালে আইন ব্যবসায় যুক্ত হন কলকাতায়। সুধীর রায়ের স্কুল জীবন বরিশাল-কলকাতা দু জায়গাতেই ছিল। পিতার অকাল মৃত্যুর পর পারিবারিক দুর্যোগ ঘটে স্বাভাবিকভাবেই। ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালে দেশভাগে ছিন্নমূল হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো তাঁর পরিবারকে চলে আসতে হয় পশ্চিমবঙ্গে। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় তাঁর সহপাঠী ছিলেন নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন, সুখময় চক্রবর্তী এবং ইতিহাসবিদ বরুণ দে প্রমুখ। সবার সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ বর্তমান ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। ১৯৬২ সালে বর্ধমান রাজ কলেজে অধ্যাপনার সাথে যুক্ত হন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

—এরপর চারের পাতায়

বামাপদ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণসভা

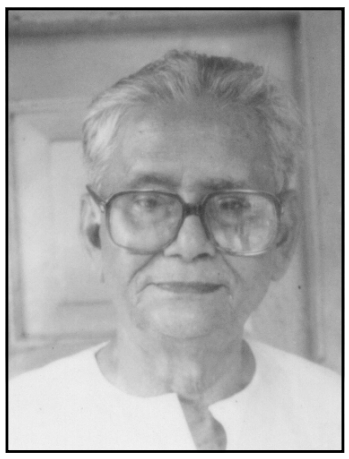

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ১৩ জুন : আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের প্রবাদপ্রতিম কমিউনিস্ট নেতা বামাপদ মুখোপাধ্যায়-এর স্মরণসভা ১০ জুন বার্ণপুর-এর 'সম্প্রীতি' হল-এ অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটি আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রথীন রায়। উপস্থিত ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র পলিটব্যুরো সদস্য ও দলের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র, জেলা সম্পাদক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, প্রবীণ নেতা অরিন্দম কোঙার, আভাস রায়চৌধুরী, সিপিআই নেতা রামচন্দ্র সিং সহ অন্যান্য বামফ্রন্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী। এরপর সভার একমাত্র বক্তা সূর্যকান্ত মিশ্র তাঁর দীর্ঘ ভাষণে বলেন, ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পরবর্তী দীর্ঘজীবন শ্রমিক আন্দোলনে ধারাবাহিকভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন এমন বিরল প্রতিভার মানুষ ছিলেন বামাপদ মুখার্জী

আহ্লাদীপুরে শহিদ স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ জুন : ১৯৭১ সালের ১২ জুন বর্ধমান শহরের কয়েকজন কংগ্রেসীর নেতৃত্বে ট্রাক বোঝাই হচ্ছিল ড্রাম ভর্তি পেট্রোল। টাঙ্গি, বল্লম সহ আগ্নেয়াস্ত্রও বোঝাই হচ্ছিল। মানুষ অবাক হয়ে ভাবছিল কী ব্যাপার! কিন্তু কোনো প্রশ্ন করতে কেউ ভরসা পাচ্ছিল না, কারণ এশিয়ায় মুক্তি সূর্য ইন্দিরা গান্ধীর অনুগামীরা তখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দেশময়। এরা যাচ্ছে বর্ধমান শহর থেকে প্রায় মাইল আঠারো দূরের আহ্লাদীপুর গ্রামে। এ খবর তখনকার ইংরাজি দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার।

একদল মস্তানবাহিনী নবকুমার সাঁই-এর নেতৃত্বে চলল আহ্লাদীপুর গ্রামে। কেননা আহ্লাদীপুর আরো অনেক গ্রামের মতো তখনো মাথা নত করেনি। এটা সহ্য করতে পারছিল না নব-কংগ্রেসীরা। তাই নবকুমারের নেতৃত্বে ওই গ্রামে গিয়ে হাজির। ড্রাম থেকে তেল ছড়িয়ে দেওয়া হল গ্রামবাসীদের ঘরগুলিতে। তারপর আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। দাউ-দাউ করে জ্বলছে। ঘর থেকে বের হওয়া মাত্রই টাঙ্গির কোপে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন সৈয়দ মির্জা, আনসার মির্জা, শরৎ দলুই, শিবু রায়। মারাত্মক আহত হন আরো কয়েকজন। গ্রামবাসীরাও রুখে দাঁড়াল। প্রাণভয়ে মস্তান বাহিনী পালিয়ে আসে বর্ধমান। এক জন মস্তানও (নব সাঁই) মারা যায়।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে স্থানীয় মানুষজন স্মরণ করলেন শহিদদের। শপথ গ্রহণ করলেন বর্তমান তানাশাহী খতম করার। গোটা রাজ্য এক সন্ত্রাসী রাজ্যে পরিণত হয়েছে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে। জীবনের সমস্ত সুন্দরকে ধ্বংস করার উন্মাদ নেশায় মেতেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন মহফুজ রহমান। বক্তা ছিলেন দেশবন্ধু হাজরা, উদয় সরকার প্রমুখ।

অবস্থানে অনড় জুনিয়র ডাক্তাররা, অনড় রাজ্য সরকারও

নিজস্ব সংবাদদাতা : টানা ৬ দিন পেরিয়ে গেলেও জুনিয়র ডাক্তররা তাদের অবস্থানে অনড়। অনড় রাজ্য সরকারও। আর এই দুয়ের যাঁতাকলে জেরবার সাধারণ মানুষ। চূড়ান্ত হয়রানি ও ভোগান্তিতে রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজনরা। বেহাল চিকিৎসা পরিষেবা। সংকটে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালও। আউটডোর বন্ধ, কোনো রকমে জরুরি বিভাগ সহ বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসা চলছে।

কলকাতার এন.আর.এস-এর ঘটনার পরদিন থেকেই আন্দোলনে সামিল হন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তররা। পরদিন আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ে। জঙ্গি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন জুনিয়র ডাক্তররা। স্টেথোস্কোপ ফেলে তারা

হাতে তুলে নেন লাঠি, রড, বাঁশ। হাসপাতালের সব গেট বন্ধ করে গোটা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পাশে মেনগেটে বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে রোগী, অ্যাম্বুলেন্স আটকে দেয় জুনিয়র ডাক্তররা। হাসপাতাল চত্বরে চোঙা বেঁধে চলে বিক্ষোভ, শ্লোগান। তারস্বরে চিৎকার করে শ্লোগানে হাসপাতাল গমগম করে ওঠে। একের পর এক রোগী বিনা চিকিৎসায় হাসপাতাল থেকে ফিরে যান। বাদ যায়নি একরত্তি শিশুও। জুনিয়র ডাক্তারদের হাতে মার খান হাসপাতালের সুপার উৎপল দাঁ। বাদ যায়নি সাংবাদিকরাও। তাদের ক্যামেরা, মোবাইল ভেঙে দেওয়া হয়। মারধর করা হয়। এর শেষ চায় সকলেই।

আমেরিকার ক্যাটালিনা চ্যানেল পার করে ফিরল সায়নী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ জুন : সাত সাগর পার করার নেশায় জড়িয়েপড়া সায়নী দাস আমেরিকার ক্যাটালিনা চ্যানেল জয় করে ১২ জুন ভোরে কালনার বাড়িতে ফেরেন। তারপরই সাংবাদিকদের সামনে তাঁর গলা থেকে একরাশ অভিমান ঝরে পড়ে। সায়নী বলেন, মনের স্বপ্ন মনে থাক। সে স্বপ্নপূরণে আর কাজ নেই। আমার এখন একটাই লক্ষ্য পড়াশুনা করে ক্যারিয়ার গড়ে তোলা। কারণ একটার পর একটা চ্যানেল জয় করতে গিয়ে আমার পড়াশুনা বন্ধ হয়েছে, টাকার জন্য বাবাকে ছোটাছুটি করতে হয়েছে। বিনিময়ে পেয়েছি বঞ্চনা আর অবহেলা। ভাগীরথীতে ঘন্টার পর ঘন্টা অনুশীলনের পর আমেরিকার ক্যাটালীনা চ্যানেলে পাড়ি জমাতে যাই। এদেশে প্রতিভাকে উৎসাহ প্রদান কোথায়? তাই সাত সাগর পাড়ি

জমানোর স্বপ্ন মনের মধ্যেই থাক। আপাতত আর ওই পথে যেতে চাই না। উল্লেখ্য সায়নী দাস গত ৮ জুন রাত্রি

—এরপর চারের পাতায়

পথে এবার ন মো সাথী

তপোময় ঘোষ : সাপ্রতিক নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির বিশাল জয় ভারতের গণতন্ত্রকে নিশ্চিতভাবেই অনেক নতুন পথ দেখিয়েছে, অন্তত বেশ কিছু মানুষ তাই মনে করছেন। পথ দেখালেই তো হবে না সেই নতুন পথে নেমে হাঁটতে হবে; দেশবাসীকেও নামিয়ে হাঁটাতে হবে। ব্যালকনির ওপর থেকে বা ফুটপাতের ছেঁড়া-চাদরের বিছানা থেকে ঘুম-জড়ানো চোখে সে পথ শুধু দেখলে হবে না। পথে এবার ন. মো. সাথী, তাই পথে এবার নামো সাথী। এ পথেই ভারতের ক্রমমুক্তি না হলেও ক্রমোন্নতি হবে, বিশেষজ্ঞরা বলছেন।

উন্নতির প্রয়োজন? তার মানে অবনতিটা আছে! আছেই তো। কিন্তু জাতীয়তাবাদের আবেশ গাঢ় থাকায় দেশবাসী তা সম্যক অনুভব করতে পারছে না। কিন্তু কেউ কেউ আমরা পারছি। হাড়ে হাড়ে বুঝছি দেশের দুর্দশাটা। শুধু কি আমরা ক'জন গাঁ গঞ্জের চাষির ছেলে?

এই তো সেদিন ওই মোদি মহাশয়ের প্রথম সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (সি.ই.ও) অরবিন্দ সুব্রমনিয়াম বললেন, জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে—যা আসল হার, তার চেয়ে আড়াই গুণ বেশি দেখানো হয়েছে। আপাত-নতুন জমানায় নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গিয়ে নাকি এমনটা হয়ে গিয়েছে। এখন তিনি হার্ভার্ডে গিয়ে নতুনভাবে গবেষণাকর্ম চালিয়ে এদেশের ১৭টি ক্ষেত্রের মাপকাঠিতে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন গত ২০১১-১২ এবং ২০১৬-১৭ সালের মধ্যের সময়কালের জাতীয় গড় আয় বৃদ্ধির হার যে ৬ শতাংশ দেখানো হয়েছিল, তা ফাঁপিয়ে। আদত আয় ছিল তার থেকে ২.৫ শতাংশ কম, মানে মাত্রই ৪.৫ শতাংশ।

এখন, এই মুহূর্তেও দেশের অর্থনীতিতে চরম মন্দা চলছে। শহরের চারচাকা গাড়িই বলুন আর গ্রামের ট্র্যাক্টর সবই বিক্রির হার কমেছে। বেকারত্ব বৃদ্ধির হার বিগত পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে সর্বাধিক। কতটা ভয়ঙ্কর সে বেকারত্ব, সামান্য একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে।

মুম্বাই শহরে ১১৩৭ জন কনস্টেবল পদের জন্য দুই লক্ষ আবেদনপত্র জমা পড়েছিল। অর্থাৎ প্রতিটি পদের জন্য ১৭৫ জন প্রার্থী। এদের মধ্যে ৩ জন ডিগ্রিধারী ডাক্তার, ৫ জন উকিল, ১৬৭ জন এম.বি.এ, ৪২০ জন ইঞ্জিনিয়ার এবং কয়েক হাজার স্নাতকোত্তর প্রার্থী। এমন কোনো প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি আছে যাতে ১৭৪ জন অযোগ্য (!) বাদ দিয়ে মাত্র ১ জন যোগ্যকে বাছা যাবে? নিজ কেন্দ্র বারাণসীতে জয় উদ্‌যাপন করতে গিয়ে মোদি বলেছেন, 'রসায়ন গণিতকে পরাজিত করেছে', এমনই কোনো রসায়নিক ধর্মই পারবে ওই যোগ্য প্রার্থীর পক্ষে শিকে ছিঁড়তে।

এদেশের ৪৭ শতাংশ মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত থেকে জাতীয় আয়ের ১৫ শতাংশের যোগান দেন। অন্নদাতা এই কৃষকরা এখন চরম দুর্দশায়। তারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। কেন? তাদের গড় ঋণের পরিমাণ পরিবার পিছু ৪৭,০০০ টাকা। এদের দুর্দশা দূর করার জন্য অধ্যাপক ড. এম.এস. স্বামীনাথন যে সুপারিশ করেছিলেন, তা ২০০৬ সাল

—এরপর চারের পাতায়

বিভাজনের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব সংবাদদা, জামুড়িয়া ১৫ জুন : সিপিআই(এম)-এর ডাকে জামুড়িয়া বাজার এলাকায় বিশাল প্রতিবাদ মিছিল হলো। বিজেপির বিভাজনমূলক নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল এদিনের মিছিল। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হবার পরই সরকারি সংস্থার ঢালাও বেসরকারিকরণের ঘোষণা করেছে মোদী সরকার। রান্নার গ্যাস, পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছে। রাজ্যে অরাজক পরিস্থিতি কায়েম হয়েছে। এনআরএস চিকিৎসক নিগ্রহকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রীর ও সরকারি দলের ভূমিকা উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০১৯

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে।

নবীন-প্রবীণের নব সৃষ্টিতে এবারেও সেরা সম্ভারে।

৩১জুলাই-এর মধ্যে আপনার লেখা পাঠাতে পারেন। সরাসরি অথবা ই-মেলে। তবে হার্ডকপি অবশ্যই পাঠাবেন।

কপি রেখে লেখা পাঠান। প্রবন্ধ বা গল্প যেন ১৮০০ শব্দের বেশি না হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের mail id : weeklynatunchithi@gmail.co, dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

১৭ জুন, ২০১৯

মুখ্যমন্ত্রী ও জুনিয়র ডাক্তারদের কি বোধোদয় হবে না?

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হিসাবে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হলেও যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ছিল বরাবর গর্বের, তাকে উন্নয়নের অসত্য দাবি ও উদ্ভট আচরণের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে লজ্জার পশ্চিমবঙ্গে পরিণত করার অনন্য কৃতিত্ব যিনি দাবি করতে পারেন, তিনি অবশ্যই এই রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মহানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই লজ্জাজনক প্রক্রিয়ার সাম্প্রতিক বিকটতম উদাহরণ এন আর এস হাসপাতালের জনৈক জুনিয়র ডাক্তারের উপর এক রোগীর বিক্ষুব্ধ আত্মীয়দের হামলার প্রতিবাদে সহ-চিকিৎসকদের অবস্থান আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহানুভূতিহীন অসহিষ্ণু ও অপরিণামদর্শী ক্ষিপ্ত আচরণ এবং তার প্রতিক্রিয়ায় কলিকাতা সহ সারা রাজ্যব্যাপী জুনিয়র ও সিনিয়র ডাক্তারদের অবস্থান ধর্মঘট ও পদত্যাগের ফলে চিকিৎসা-ব্যবস্থায় নেমে আসা সামগ্রিক বিপর্যয়। গুরুতর আহত জুনিয়র ডাক্তরকে একবার দেখতে যাবার প্রয়োজনও তিনি বোধ করলেন না। সহানুভূতির সঙ্গে আন্দোলনকারীদের কাছে গিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ও কাজে ফিরে যাবার আন্তরিক অনুরোধ জানালেই যে সমস্যার আশু সমাধান হতে পারতো, তাকে কুবাক্য বর্ষণে বিষাক্ত করে ও এসমা প্রয়োগ ইত্যাদির ভয় দেখিয়ে মহানেত্রী এমন এক জেদাজেদির পর্যায়ে টেনে নিয়ে গেলেন যে আশু সমাধানের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অনুরোধ ও পরামর্শকেও তিনি অক্লেশে অবজ্ঞা করছেন। পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে তিনি কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সরাসরি কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে তিনি কীভাবে বাড়িয়ে তুলছেন, তা বোঝার ক্ষমতাও কি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন? চিকিৎসার অভাবে রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ যখন অসহায়ভাবে এখান থেকে সেখানে ছুটে বেড়াচ্ছেন, তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কি এভাবে নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারেন? অন্যদিকে জুনিয়র ডাক্তরদের কাছেও এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রত্যাশিত নয়। তাঁদেরও একটা পেশাগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। সমগ্র চিকিৎসাব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে হাজার হাজার রোগী ও তাদের আত্মীয়-স্বজনকে এইভাবে ঘোরতর সংকটে নিক্ষেপ করার অধিকার তাদের নেই। তাদেরও শুভবুদ্ধির উদয় প্রয়োজন। আশার কথা, সেই ইঙ্গিত মিলছে। আলোচনার পথে এগোবার উদ্যোগ তারা গ্রহণ করেছে। আশা করা যায়, এবার সমাধানসূত্র মিলবে।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ১২ জুন : দীর্ঘদিন ক্যানসারে ভোগার পর সিপিআই(এম)-এর ঘনিষ্ঠ দরদি মানিকেশ্বর কোঁয়ারের জীবনাবসান হয়েছে তাঁর ভেদিয়া বাগানবাটি গ্রামের বাড়িতে। বয়স হয়েছিল ৭৪। প্রয়াত কোঁয়ার কৃষক ও সমবায় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ১৯৭২ সালে সিপিআই(এম)-এর সদস্যপদ অর্জন করেন। আশির দশকে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। দীর্ঘদিন ভেদিয়া এসকেইউএস-এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। শারীরিক কারণে ২০০০ সালে পার্টি সদস্যপদ নবীকরণ না করলেও সিপিআই(এম)-এর সমস্ত কর্মসূচিতে অংশ নিতেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্র বর্তমান। মানিকেশ্বর কোঁয়ারের মৃত্যুর খবর পেয়ে সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ১৯৭৭ সালের কবে বামপন্থী দলগুলি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিল?
২. প্রখ্যাত সাঁতারু মিহির সেন কোন কোন চ্যানেল ও প্রণালী সাঁতারে পার হন?
৩. দঃ আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার কবে, কত বছরের জন্য কারাদণ্ড হয়েছিল? তাঁর সঙ্গে কতজনের কারাদণ্ড হয়েছিল?
৪. বিপ্লবী, ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র উধম সিং-এর কবে ফাঁসি হয়? তিনি কবে কাকে কোথায় হত্যা করেছিলেন?
৫. ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কবে হন? কতজন মন্ত্রিসভায় শপথ নেন?
৬. ভারতীয় ভাষায় প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র কী? এই পত্রিকা কবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল? প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন?
৭. কমিউনিস্ট নেতা ই.এম.এস নাম্বুদিরিপাদের পুরো নাম কী ছিল? তিনি কবে কোথায় জন্মান?
৮. বলিভিয়ার বিপ্লবী নেতা চে গেভারা কবে কোথায় জন্মান?
৯. 'বিশ্ব রক্তদাতা দিবস' কবে? কার স্মরণে এই দিনটি পালিত হয়? কেন?
১০. টেক্সাসের ধনকুবের অ্যালেন স্টানফোর্ডর কত বছরের হাজতবাসের সাজা হয়? কবে এই সাজা ঘোষণা করা হয়েছিল?
১১. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কবে স্থাপিত হয়েছিল? কে প্রথম উপাচার্য হন?
১২. ভারত সরকার কবে ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল এবং ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধিকে মরণোত্তর ভারতরত্নে সম্মানিত করে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

সংগ্রামের আপসহীন এক সেনানী

সেখ সাইদুল হক

২৮ মার্চ ২০১৯ শ্রমিক নেতা কমরেড অজিত মুখার্জীর স্মরণসভা সেরে ট্রেনে দুর্গাপুর হতে বাড়ি ফেরার সময় মাঝপথে সিপিআই(এম)-এর গলসী-১ এরিয়া সম্পাদক কমলের ফোনে জানলাম প্রতুলদা প্রয়াত হয়েছেন। প্রতুল রায় বর্ধমান জেলার বুদবুদ, গলসী, কাঁকসা থানা এলাকায় আমাদের অভিভাবক ছিলেন। আমরা অনেকেই তাঁর হাত ধরে পার্টিতে এসেছি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। গত দুবছর অসুস্থ ছিলেন। যখনই দেখতে গেছি তিনি পার্টির খোঁজখবর নিতেন, নানা পরামর্শ দিতেন।

প্রতুল রায় রাজ্য জুড়ে বাম আন্দোলনের কোনো পরিচিত মুখ ছিলেন না। এমনকি বর্ধমান জেলা জুড়েও তাঁর তেমন পরিচিতি ছিল না। তাঁর কাজের ক্ষেত্র ছিল মূলত বুদবুদ, গলসী ও কাঁকসা থানা এলাকায়। এই এলাকাতেই কৃষক আন্দোলন, মজুরির আন্দোলন, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আন্দোলন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন, এককথায় মেহনতি মানুষের আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন আপসহীন সেনানী। সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমাদের মতো বহু কর্মীকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। তিনি প্রচার নিয়ে কখনও ভাবেননি। তাঁর মৃত্যুতে প্রায় ৬০ বছরের এক সংগ্রামী জীবনের অবসান ঘটল।

প্রতুল রায়ের আদি বাড়ি ছিল অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। দেশ ভাগের পর তিনি বর্ধমান জেলার বুদবুদ এলাকায় চলে আসেন। প্রথম জীবনে দর্জির কাজ করতেন। অভাব ছিল নিত্য সঙ্গী। তবুও মানুষের মুক্তির আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৬২ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ অর্জন করেন। ১৯৬৪ সালে যোগ দেন সিপিআই(এম)-এ। সম্মিলিত বাস্তুহারা পরিষদ গড়ে তোলেন বিস্তীর্ণ এলাকায়। উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা ছিলেন। পাশাপাশি সুনীল বসুরায়, অনিল রায়ের মতো শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে মিলে পার্টি সংগঠন বিস্তারের কাজ শুরু করেন। এলাকায় গড়ে তোলেন কৃষক সংগঠনও। তখন জোনাল কমিটি হয়নি। কাঁকসা থানা, বুদবুদ থানা ও গলসী থানার একটা অংশ নিয়ে যে অবিভক্ত বুদবুদ লোকাল কমিটি গঠিত হয় তার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন ১৯৭২ হতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত। সাতের দশকে আধাফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের সময় তাঁকে এলাকাছাড়া হতে হয়। ১৯৭৭ সালে তিনি এলাকায় ফিরে এসে আবার সংগঠন গড়ে তোলাতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত গলসী ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন। পার্টির বুদবুদ গলসী জোনাল কমিটির সদস্য ছিলেন। পরে এরিয়া কমিটি গড়ে উঠলে সেখানেও দায়িত্ব পালন করেন। জেলা কৃষকসভার সদস্য হিসাবে কাজ

করেছেন বহুদিন।

ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে প্রতুলদার পরিচয় ঘটে ১৯৭২ সালে। তখন আমি রাজ কলেজের ছাত্র। সেই সময় প্রতুলদাকে দেখেছি আমাদের গ্রামে প্রতি সপ্তাহে আসতেন এবং থলি করে সমর্থকদের বাড়ি থেকে চাল সংগ্রহ করে বুদবুদ ফিরে যেতেন। ওই চাল সংগ্রহ তিনি করতেন পার্টি কমিউনের জন্য। ওই সময় বুদবুদে জেলার অনেক নেতৃত্ব আত্মগোপন করে ছিলেন। তাঁদের যাতে কোনো খাওয়ার ও থাকার অসুবিধা না হয় সেদিকে তিনি নজর দিতেন। তখন থেকেই প্রতুলদাকে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত দেখেছি একটি সাধারণ পাজামা-পাঞ্জাবি পরে থাকতে। সরল সাধাসিধে জীবন। কখনও কখনও দেখা যায় প্রশাসনিক কোনো পদে থাকার জন্য গাড়ি চাপার অভ্যাস তৈরি হওয়ার ফলে পরে আর কেউ কেউ সেই অভ্যাস কাটাতে পারেন না। আবার অনেকেই আছেন যাঁরা পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারেন। প্রতুলদার ক্ষেত্রে দেখেছিলাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ১০ বছর থাকার পর তিনি যখন ছেড়ে দিলেন তখন বাসে ট্রেনেই যাতায়াত করতেন। এ নিয়ে তার কোনো মান অভিমান ছিল না। দাবিও ছিল না। ১৯৭৩ সালে আমি যখন কৃষক আন্দোলনে যুক্ত হই সেই সময়ে রামগোপালপুর অঞ্চলে নবখণ্ড গ্রামে আমরা আধাফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের সময়ও সাফল্যের সঙ্গে ১৫ দিন ধরে খেতমজুরের মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলন চালিয়েছিলাম। তাতে তিনি আমাদের পাশে থেকে আমাদের উৎসাহিত করেছিলেন। একসময় ওই এলাকায় তিনি আত্মগোপনে ছিলেন এবং দেখেছি গরিবেরা কীভাবে তাঁকে আগলে রেখেছিলেন, পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। ওই সময়েই তিনি আমাকে নিয়ে বুদবুদ পার্টি অফিসে যান এবং কমরেড নিরুপম সেন-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ওই সময় নিরুপমদা হরিদাস নামে বুদবুদ এলাকায় আত্মগোপন করেছিলেন। প্রতুলদা ছিলেন একজন অনুসরণযোগ্য আদর্শস্থানীয় কমিউনিস্ট। নিজেকে কখনও জাহির করতেন না। খেতে ডাকলে খেতেন, না ডাকলে চা-বিড়ি খেয়েই কাটিয়ে দিতেন। কোনো বিষয়েই খুঁতখুঁতুনি ছিল না। তিনি যেমন তোষামোদ করতেন না তেমনি তোমামোদে আপ্লুত হতেন না। পরিবর্তিত এই সময়ে এই গুণাবলী অর্জন করা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮১ সালে আমি, রেজ্জাকদা সহ কাঁকসা এলাকার আরও দুজন মোট চারজন বুদবুদ লোকাল কমিটিতে যুক্ত হলে তখন নিয়মিত বুদবুদ অফিসে যেতাম এবং প্রতুলদার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। তখন নিরুপমদা, রথীনদা (রথীন রায়) বুদবুদ এলাকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্রতুল রায় এলাকার সর্বস্তরের মানুষের অত্যন্ত প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি যখন ফিরতি ট্রেন বর্ধমান হতে মানকর হয়ে বুদবুদে পৌঁছলাম তখন দেখি কৃষক আন্দোলনের রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার, জেলা সম্পাদক সৈয়দ ও কাঁকসার বীরেশ মণ্ডল যেমন এসেছেন তেমনি এলাকার অসংখ্য মানুষ ছুটে এসেছেন। কান্না চেপে রাখতে পারেননি অনেকেই। তাঁর প্রতি মানুষের এই ভালোবাসা আমাদের কাছে শিক্ষণীয়। তাঁর মধ্যে ভিতর ও বাহির আলাদা ছিল না। কিছুদিন আগেই তিনি তাঁর স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছিলেন। তবুও যখনই তাঁর বাড়িতে দেখা করতে গেছি তিনি ভেঙে পড়েননি। পার্টির কাজের অগ্রগতির খোঁজ খবর নিতেন। এগুলি সব বললাম এই কারণে যে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে পার্টি যেসব গুণাবলী অর্জনের কথা বারে বারে বলছে তা আমরা অনেকে সেভাবে অনুসরণ করতে পারছি না। হয়তো অনেক বাস্তব কারণও থাকতে পারে। তবুও এটা অনস্বীকার্য যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেদেরকে পরিবর্তন করা নিজেদেরকে গড়ে তোলারই অঙ্গ। প্রতুলদার মধ্যে সেই গুণাবলী ছিল। আমাদের চারপাশে প্রতুলদার মতো আরও জীবন্ত উদাহরণ অসংখ্য আছে যাঁদের জীবনধারা থেকে আমরা শিখতে পারি। প্রতুল রায় লাল সেলাম।

ইয়ে হ্যায় মুম্বাই বাবু

মুম্বাই পর্ব-১

শিবানন্দ পাল

একটা বিশেষ চিকিৎসাগত কারণে আমাকে হঠাৎ মুম্বাই আসতে হয়েছে। মুম্বাইয়ে এর আগে অনেকবারই এসেছি। সত্যি কথা বলতে গেলে সাতের দশকের প্রথম দিকেই কর্মসংস্থানের খোঁজে যৌবনের প্রথমেই বম্বে এসেছিলাম। তখন মাথা গোঁজার ঠাঁই জুটেছিল মহম্মদ আলি রোডের উপর একটি পাঁচতলা বাড়ির চিলেকোঠায়। ঘুম ভাঙলে প্রথম চোখ পড়ত মুম্বাই দেবীর মন্দিরের চুড়াটায়। কলকাতায় যেমন আমাদের কালীঘাটের কালী, মুম্বাইয়ে তেমনি মুম্বাই দেবীর মন্দির। অবশ্য মুম্বাইয়ের নাম তখন ছিল বোম্বাই। অনেক পরে মুম্বাই হয়েছে।

সে যাক, এখন ঠাঁই মিলল ওয়েস্ট দাদর-এ হোটেল মনোহর গেস্ট হাউসে। ভাড়ার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। অগত্যা সেখানেই মাথা গুঁজে দিতে হয়েছে। যৌবনের প্রারম্ভিক সময়ে যখন বম্বে এসেছিলাম তখন ছিলাম চালচুলোহীন কপর্দকশূন্য অবস্থায়। অনেক বন্ধু জুটেছিল সেসময় যাদের কোনো দিন ভুলতে পারবো না, ভুলতে পারিনি। এবারও প্রথম যে বন্ধুর সাহায্য পেলাম ইকবাল তাঁর নাম। একেবারে অপ্রত্যাশিত, অযাচিতভাবে অপরিচিত আমাকে রাস্তায় সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

একে একে আরও অনেকের সাথে পরিচয় হয়েছে। সবার কথা বলা সম্ভব নয়, তাই ইকবালকে দিয়ে শুরু করলাম।

ভারি চেহারার শক্তিশালী কাঠামোর এই যুবককে প্রথম দর্শনে গুণ্ডা ভেবে ভ্রম হতে পারে। হয়তো তাই আমার ইতস্তত চেহারায় জিজ্ঞেস করেছিল, ইউ নিড হেল্প?

ওকে কিছুক্ষণ আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, ইয়েস আই নীড!

তারপর ও যা করলো প্রবাসে সন্ধ্যার প্রাক্ মুহূর্তে এরকম উপকার কল্পনা করা শক্ত। যাইহোক চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে আসতে হয়েছে।

মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল মিনি ভারতবর্ষ বললে ভুল বলা হবে না। এ যেন মিনি বিশ্ব। এই ক'দিনে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র তো বটেই বাংলাদেশের বহু মানুষকে দেখলাম এসেছেন চিকিৎসা করাতে। নাইজেরিয়া, থাইল্যান্ড, ব্যাংকক থেকেও বহু মানুষ এসেছেন।

আর একটা কথা! এখানকার এ্যাডমিশন চাতালে বসলে দেখা যাবে

—এরপর চারের পাতায়

এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও আমাদের কর্তব্য

তাপস সামন্ত

আবার একটা বিশ্ব পরিবেশ দিবস এসে গেল। পরিবেশ-প্রেমী সংগঠন বা বিজ্ঞান সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে আবারও কয়েকদিন সচেতনতামূলক প্রচার করা হবে। তারপর আবার আমরা ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাব, এবং আমাদের নৈমিত্তিক কুঅভ্যাস নিয়ে থাকব। ঠিক যেমনভাবে আমরা এতদিন রয়েছি। যাইহোক, অন্যান্যবারের মতোই এবারে আয়োজক দেশ গণপ্রজাতান্ত্রিক চীন ও মুখ্য বিষয় 'বায়ুদূষণ'। এবারের পরিবেশ দিবসে বায়ু-দূষণকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হলো, সারা পৃথিবীতে আনুমানিক ৭০ লক্ষ মানুষের প্রতিবছর বায়ু-দূষণজনিত কারণে অসময়ে মৃত্যু ঘটে, যার মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ এশিয়া-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের। এই জন্যই, এবছর সারা পৃথিবীর সমস্ত সরকার, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও সর্বসাধারণের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে যে, প্রত্যেকেই যেন ব্যক্তিগত স্তরে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে, কিংবা উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আমাদের গ্রাম ও শহরের বাতাসের গুণগত মানের বৃদ্ধি ঘটাতে সচেষ্ট হয়। দেখা গেছে পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের শহরগুলির বাতাসে বায়ুদূষণের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি এবং উদ্বেগজনক। সেই কারণে এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সচেতনতামূলক কর্মসূচি, আমাদের দেশের নিরিখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বায়ু দূষণকে প্রতিহত করার নিদান হিসাবে যা বলা হচ্ছে তা মূলত খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটানো, খাদ্যের অপচয় বন্ধ করা, নিজেকে নিম্ন-কার্বন প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত করে তোলা এবং যতবেশি সম্ভব বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহার। এক কথায় জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার যতদূর সম্ভব বন্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে চীন সারা পৃথিবীর কাছে নিজেকে অনেকটা উদাহরণ হিসাবে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। সে দেশের সরকার গার্হস্থ বায়ু দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে যথাযথ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছে এবং বায়ু-দূষণকে পার্থিব জরুরি বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করেছে। বায়ুদূষণের নিরিখে আমাদের দেশের শহরগুলির মধ্যে কোলকাতার অবস্থা বেশ খারাপ। কোলকাতার সবুজায়নের পরিমাণ বর্তমানে ৪.৭৯ শতাংশ, যা ভারতবর্ষের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পরিমাণের (১৫ শতাংশ) থেকে অনেক কম। জাতীয় নগরায়ণ কমিশনের মতে কোলকাতার ফাঁকা অংশের পরিমাণ মাত্র ১ শতাংশ যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কোলকাতার তুলনায় দিল্লি (১৯.০৪ শতাংশ), মুম্বাই (১৮ শতাংশ) কিংবা জাতীয় গড় (১৯.৪৯ শতাংশ) সবুজায়নের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। গত ১০ বছরের কিছুটা বেশি সময়ে কোলকাতার রাস্তাঘাট বা ফ্যাক্টরি তৈরি করতে গিয়ে যেভাবে নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন হয়েছে তা পূরণের কোনো উদ্যোগই অতীতে দেখা যায়নি। উন্নয়নের স্বার্থে একটা বড় গাছের পরিবর্তে ৪টা চারা গাছ লাগানো এবং তার পরিচর্যা করা কেবল কথার কথাই থেকে গেছে, বাস্তবে কখনোই রূপায়িত হয়নি। বিগত কয়েক বছরে কোলকাতায় আনুমানিক ৯০০০ বড় গাছ কাটার ফলে প্রতি বছর প্রায় ১১ লক্ষ কেজি কার্বন বাতাসে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। আমাদের প্রিয় বর্ধমান শহরেও জিটি রোড সম্প্রসারণের জন্য যেভাবে কয়েক হাজার বড় বড় গাছ কাটা হলো এবং তার পরিবর্তে কোনো নতুন চারাগাছ বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হলো না, তাতেও কিন্তু এই শহরের বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। পরিবেশবিদদের মতে একটা পরিপূর্ণ গাছ, বছরে কয়েক হাজার কেজি কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাস থেকে শোষণ করে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন বাতাসে ছেড়ে দেয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে। সুতরাং যত বেশি বেশি আমাদের শহরগুলোতে গাছপালার দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেবে তত বেশি বেশি আমাদের বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও গাছের পাতা প্রচুর পরিমাণ বায়ুদূষক যেমন, ধূলিকণা, প্রশ্বাসে প্রলম্বিত ধূলিকণা, সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড ও পলি-হাইড্রোকার্বনকে শোষণ করতে পারে। কাজেই, বায়ু দূষণের পরিমাণ কমাতে হলে আমাদের পরিবেশে গাছপালার পরিমাণ বাড়াতেই হবে। কয়েক বছর আগেও আমাদের এই সমস্ত শহরগুলোতে প্রায় ৯ শতাংশ সবুজায়নের পরিমাণ ছিল, যা বর্তমানে

৪-৬ শতাংশের কাছাকাছি। অথচ সুস্থ দূষণহীন বায়ুর জন্য আমাদের পরিবেশে অন্ততপক্ষে ২০ শতাংশ গাছপালার প্রয়োজন আছে, তা আমরা কতজন বিশ্বাস করি এবং তার বাস্তবায়নের জন্য কতজন উদ্যোগী হই? বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে চীন যেভাবে বিকল্প শক্তির ব্যবহারের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোকেও অনুসরণ করতে হবে। সারা পৃথিবীর বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রায় ৫০ শতাংশ এবং বৈদ্যুতিক বাসের ৯৯ শতাংশ এই দেশ চালু করার ফলে সত্যিই বাতাসের গুণগত মানের পরিবর্তন ঘটেছে। রাষ্ট্রসংঘের সাম্প্রতিক রিপোর্টে এশিয়া-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রায় ২০ শতাংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন হ্রাস ও ৪৫ শতাংশ মিথেন গ্যাসের নির্গমন হ্রাস সম্ভবপর হয়েছে বলে স্বীকার করা হয়েছে, মূলত চীনের পরিবহন শিল্পে ২৫টি উদ্ভাবনী প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের জন্য। আমাদের দেশের পরিবহন শিল্পেও এই জাতীয় প্রযুক্তি প্রয়োগের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। চাই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির গণউদ্যোগ। বায়ুদূষণকে আমাদের দেশেও যথাযথভাবে প্রতিহত করতে হলে, সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও দেশের জনগণকে সচেতন ও উদ্যোগী করা। বায়ু দূষণ সম্পর্কে সকলকে শিক্ষিত করা এবং নির্মল বাতাস ও স্থিতিশীল জলবায়ুর প্রয়োজনে আমাদের সামাজিক বিন্যাসে, বিনিয়োগের ধরনে ও উন্নয়নের কর্মসূচিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো। আমাদের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে যে দ্রুতহারে বায়ুদূষণ সংগঠিত হচ্ছে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে আমাদের বিকল্প দর্শন অর্থনীতি ও জীবনশৈলীর জন্য সংগ্রাম করতে হবে। প্রচারের এই কাজটিতে কিংবা আমাদের পরিবেশের সবুজায়নের লক্ষ্যে স্কুলস্তরের ইকো-ক্লাবগুলি এখনও এই জাতীয় উদ্যোগ সৃষ্টি করতে বড় ভূমিকা নিতে পারে। একটা সময় ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তরের অর্থানুকূল্যে আমাদের রাজ্যের ৪৭৫০ টি স্কুলে ও আমাদের জেলার ৪১৩টি স্কুলে ইকো-ক্লাবের কর্মসূচি চালু ছিল। আমাদের জেলায় এই সমস্ত স্কুলগুলিতে আবারও এই কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে খোলামনে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। স্কুলগুলিতে যেখানে সম্ভব যথাযথ পরিকল্পনামাফিক পরিচর্যা করে ইকো-ক্লাবগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজন আছে। ক্লাবগুলির মাধ্যমে বায়ুদূষণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি করা এবং বায়ুদূষণকে যথাযথভাবে প্রতিহত করতে হলে আমাদের পরিবেশে সবুজায়নকে সংগঠিত করতেই হবে। সাথে সাথে বিকল্প প্রযুক্তি প্রয়োগের গণউদোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজনে বিগত সময়ের ইকো-ক্লাব স্কুলগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিজ্ঞান-কেন্দ্র স্তরে একদিনের অভিমুখীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে, যেভাবেই হোক, পরিবেশ প্রশিক্ষণের জন্য স্কুলস্তরের এই ইকো-ক্লাবগুলির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা অনস্বীকার্য। যদিও সারা রাজ্যের সাথে আমাদের জেলাতেও এই কাজ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। তাই আসুন, আমরা সকলে মিলে এবারের পরিবেশ দিবসে ইকো-ক্লাবগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলি ও সক্রিয় গণউদ্যোগ তৈরি করি।

প্রয়াত সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাটোয়া, ১৫ জুন : প্রয়াত হলেন সিপিআই(এম)-এর প্রবীণ নেতা ও 'কাটোয়ার কলম' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

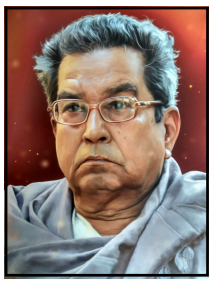

কাটোয়ার বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। পেশাগতভাবে তিনি ছিলেন সুদপুর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক। পরে তিনি দায়িত্ব পান সহকারী প্রধান শিক্ষকের। জেলা তথা রাজ্য শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবিটিএ-র কাটোয়া মহকুমা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি কাটোয়া ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্য। সুদপুর বান্ধব নাট্য সমিতি, সুদপুর গ্রন্থাগার, সুদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির মুখ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৭৬ সালের শেষ দিকে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'কাটোয়ার কলম'। ১৯৭২ সালে কংগ্রেসি সন্ত্রাস তীব্রতর হয় তাঁর উপরও। কংগ্রেসি দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হন তাঁর স্ত্রী পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনাবাসনে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সিপিআই(এম)-এর পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, অর্জুন চ্যাটার্জী, কমল ঠাকুর, প্রকাশ সরকার এবং কাটোয়ার কলম পত্রিকার সম্পাদক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। বর্ধমানের নতুন চিঠি পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও নতুন চিঠি পত্রিকা কর্মীদের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

দূষণরোধে পরিবেশ আইন

সরিৎকুমার সাধু

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। ১৯৭২ সালের ৫ জুন পরিবেশ সংক্রান্ত বিশ্ব শিখর সম্মেলনের সূচনা হয় সুইডেনের স্টকহোম শহরে এবং ১৬ জুন পর্যন্ত ওই সম্মেলন স্থায়ী হয়। বিশ্বশিখর সম্মেলনের (United Nations Conference on the Human Environment, 1972) সূচনার দিনটিই ১৯৭৪ সাল থেকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস রূপে প্রতিপালিত হতে থাকে এবং প্রতি বছর পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

পরিবেশ সংক্রান্ত বিশ্ব শিখর সম্মেলনের ঘোষণাপত্র পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভারত সহ ১১৩টি দেশের প্রতিনিধিত্বের প্রেক্ষিতে পরিবেশ বিষয়ক এই প্রথম আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র পরবর্তী সময়ে পরিবেশ সুরক্ষার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক মুখ্য দলিল। দলিলে প্রথমেই ঘোষিত হয়েছে জীবনধারণের উপযোগী গুণমান সম্পন্ন পরিবেশ মানুষের জন্মগত অধিকার। কেবলমাত্র অধিকার নয়, জন্ম জন্মান্তরে পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নতি সাধন প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক কর্তব্যও। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনের তাৎপর্য পরিবেশ রক্ষায় ঘোষিত মানবাধিকার ও মানবকর্তব্যের নিরিখে পরিবেশ দূষণ রোধের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করা।

আমাদের দেশে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার সাংবিধানিক নীতিসমূহ। পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে ১৯৭৬ সালের সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ সংবিধানে সংযোজিত হয়। ৪৮ক অনুচ্ছেদ অনুসারে পরিবেশ রক্ষা, পরিবেশের উন্নতিসাধন, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়াস রাজ্য শাসনের মৌলিক নীতি রূপে পরিগণিত হয় এবং যথা-যথ বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে এই নীতির প্রয়োগ রাজ্যের সাংবিধানিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। ৫১ক(ছ) অনুচ্ছেদে বন, হ্রদ, নদী ও বন্যপ্রাণী সহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা, উন্নতিসাধন ও সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি সদয় হওয়া প্রত্যেকটি নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য রূপে বিবেচিত হয়।

উক্ত সাংবিধানিক পদক্ষেপে ভারতে যে পরিবেশ আইনগুলির উদ্ভব হয় তন্মধ্যে ১৯৮৬ সালের পরিবেশ (সুরক্ষা) অধিনিয়ম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই আইনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রত্যেকটি উপাদান পরিবেশের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পরিবেশ সুরক্ষা, উন্নতিসাধন ও পরিবেশ দূষণ রোধে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ক্ষমতা অর্পিত হয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবন ধারণে পরিবেশ দূষকগুলির মধ্যে অন্যতম হল গার্হস্থ্য কঠিন বর্জ্য। এছাড়াও প্লাস্টিক বর্জ্য এবং বর্তমানে বৈদ্যুতিন বর্জ্য পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ। আইনানুসারে দূষণ রোধ ও পরিবেশ সুরক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় সরকার সুস্থ পরিবেশে জীবন যাপনের অধিকার—যা মৌলিক অধিকার রূপে স্বীকৃত—রক্ষা করবে। পরিবেশ সুরক্ষা আইন ৬, ৮ ও ২৫ ধারায় নিয়মাবলী প্রকরণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই আইন প্রয়োগের দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

২০১৬ সালের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মাবলী, ২০১৬ সালের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মাবলী, ২০১৬ সালের বৈদ্যুতিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিয়মাবলী আইনি ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিয়মাবলীতে গার্হস্থ্য কঠিন বর্জ্যের পৃথকীকরণ, সংগ্রহ ও নিষ্পত্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। গার্হস্থ্য কঠিন বর্জ্যের সৃষ্টিকারীর দায়িত্ব পচনশীল, অপচনশীল ও গার্হস্থ্য ক্ষতিকারক বর্জ্যগুলিকে পৃথক করে তিনটি পৃথক ধারক পাত্রে মজুত করে নির্দিষ্ট সংগ্রাহকের হাতে অর্পণ। গার্হস্থ্য ক্ষতিকারক বর্জ্য বলতে বোঝায় খালি কৌটো, টিউবলাইট, বাল্ব, ব্যাটারি, মেয়াদ ফুরানো ওষুধ ইত্যাদি। কোনো অবস্থাতেই ওই বর্জ্যগুলি রাস্তা, ড্রেন বা খোলা জায়গায় ফেলা অথবা পোড়ানো যাবে না। অপচনশীল বর্জ্যের আওতায় আসবে স্যানিটারি ন্যাপকিন, ডায়পার ইত্যাদি—যেগুলি যথাযথভাবে মোড়কজাত করে নির্দিষ্ট পাত্রে রেখে সংগ্রাহককে দিতে হবে। বর্জ্য সংগ্রাহক নির্ধারণ ও বাড়ি বাড়ি সংগ্রহের পদ্ধতি ঠিক করবে স্থানীয় স্বশাসিত সরকার। কোনো অনুষ্ঠানে ১০০র বেশি জনসমাগম হলে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারকে জানাতে হবে। পথ বিক্রেতাদেরকেও বর্জ্য ও আবর্জনাগুলি নির্দিষ্ট আধারে রেখে প্রাধিকার প্রাপ্ত সংগ্রাহকের কাছে দিতে হবে। নির্মাণ বর্জ্য, উদ্যান পরিচর্যা বর্জ্য গার্হস্থ্য কঠিন বর্জ্য বলে এই আইনে বিবেচিত হবে না।

এই নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে শহরাঞ্চল, আধাশহর, বিজ্ঞাপিত এলাকা, শিল্প তালুক, তীর্থক্ষেত্র, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিজ্ঞাপিত ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদি এলাকায়। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ, শহরাঞ্চলে পৌর নিগম বা সভা, গ্রামাঞ্চলে গ্রাম পঞ্চায়েত ইত্যাদি এই আইন অনুসারে বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বধান ও নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে।

২০১৮ সালের সংশোধনী সহ ২০১৬ সালের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মাবলীর উল্লেখযোগ্য দিক হল ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক-এর ঘনত্ব ৪০ মাইক্রন-এর পরিবর্তে ৫০ মাইক্রন নির্ধারিত করা। রেজিস্ট্রেশন ছাড়া প্লাস্টিকদ্রব্য প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। নিয়মাবলী নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যবহার, প্লাস্টিক বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা, প্লাস্টিক বর্জ্য সৃষ্টি ইত্যাদি করতে হবে। নাগরিক ও পরিবেশ সুরক্ষা কর্তৃপক্ষকেই এই দায়িত্ব পালন করে পরিবেশ দূষণমুক্ত করার প্রয়াসী হতে হবে। শহর গ্রাম নির্বিশেষে প্রতিটি এলাকায় এই নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে।

২০১৬ সালের বৈদ্যুতিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিয়মাবলীতেও কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি বৈদ্যুতিন দ্রব্য ব্যবহারকারী, প্রস্তুতকারক, উৎপাদক, বিক্রেতা, মেরামতকারীকে পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করে বৈদ্যুতিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনায় ব্রতী হতে হবে। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ এবং নিয়ম নির্ধারিত ব্যবস্থাপকদের যৌথ দায়িত্ব বৈদ্যুতিন বর্জ্যেরর উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশ-বান্ধব পরিস্থিতির সৃষ্টি করা।

উপরোক্ত নিয়মাবলী মানবাধিকার ও মৌলিক কর্তব্যের মেলবন্ধন। এই নিয়মাবলী প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সুস্থ পরিবেশে সসম্মানে বাঁচাই হোক বিশ্ব পরিবেশ দিবসের চির আহ্বান।

চেন কিলারের শেষ শিকারকে চোখের জলে বিদায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ জুন : কালনা থানার পুলিশের হাতে গত ৩ জুন ধরা পড়া চেনকিলার কামরুজ্জামান সরকারের শেষ শিকার ছিল সোমা সিং নামের এক দশম শ্রেণির ছাত্রী। কালনা থানার সিঙ্গারকোন গ্রামে গত ৩০ মে বিকালে সোমা সিংকে বাড়িতে একা পেয়ে কামরুজ্জামান তার নিজস্ব ভঙ্গিতে অভিযান চালায়। প্রথমে সোমাকে মাথায় আঘাত করে অজ্ঞান, পরে গলায় চেন পেঁচিয়ে হত্যার চেষ্টা, শেষে ধর্ষণ করে কামরুজ্জামান। তারপর লুটপাট চালিয়ে সেখান থেকে লাল মোটর সাইকেল নিয়ে পলায়।

মা সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে মেয়ের এই অবস্থা দেখার পর সোমাকে প্রথমে কালনা হাসপাতাল পরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তাকে ভেন্টিলেশনে রেখে সেখানেই চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু ১২ জুন রাত্রি দশটা নাগাদ সোমার মৃত্যু হয়। ১৩ জুন বর্ধমানে ময়নাতদন্ত করার পর সোমার মৃতদেহ কানার সিঙ্গারকোন গ্রামের বাড়িতে আনা হয়। তার আত্মীয়-পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের চোখের জলে শেষ বিদায় জানানোর পর কালনা শ্মশানে শেষকৃত্য সমাধা হয়। সব মানুষের একটাই দাবি, ওর যে প্রাণ কেড়েছে, তার যেন কঠোর শাস্তি হয়।

পথে এবার ন মো সাথী

—প্রথম পাতার পর

থেকে অবহেলিত থেকে গেছে। গত মধ্যবর্তী বাজেটে 'সি এম কিসান' নাম দিয়ে ২ একরের কম জমির মালিক কৃষকদের বছরে ১২০০০ টাকা দেবার কথা ঘোষণা ও কার্যকর করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এতে দেশের ১২ কোটি কৃষক সরাসরি উপকৃত হবেন। কিন্তু এই উনিশের নির্বাচনী ইস্তেহারে বিজেপি এই কৃষকের সংখ্যা ১৪.৫ কোটি করেছেন, তাদের জন্য টাকা দেওয়াটা তো এখনই শুরু করতে হবে।

ইংরাজি দৈনিক 'দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ প্রকাশিত (১০ জুন, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৭) তথ্য থেকে জানতে পারছি, মোদির আমলেই কৃষিপণ্যের রপ্তানি কমেছে। দ্বিতীয় ইউপিএ- সরকারের আমলে (২০১৩-১৪) যা ছিল বার্ষিক ৪৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এখন তা কমে ৩৯.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কৃষিপণ্য রপ্তানির ওপর দেশের কৃষকদের অবস্থা নির্ভর করে। দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক তার উৎপাদনের যথাযথ মূল্য পায় না, তার কারণ দেশের আমদানি-রপ্তানি নীতি। বিশ্ব-বাজারের উচ্চমূল্যের নাগাল সে পায় না। উল্টে তার উৎপাদিত কোনো শস্য-ফল-ফসল যদি সরকার আমদানি করে তবে সেই পণ্যের অভ্যন্তরীণ বাজারদর কমে যায়।

আর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়ানো? তাতেও কিছু হয় না। কারণ বিচিত্র এই কৃষিমানচিত্রের দেশে বহু রকমের ফল-ফসলের মধ্যে কয়েকটি মাত্র ফসলের এম.এস.পি সরকার নির্ধারণ করে দেবে। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করতে হলে এখনই তো এসব নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে।

দেশের ওপরতলার ১ শতাংশ মানুষের হাতে দেশের ৫৩ শতাংশ সম্পদ; আর উল্টো হিসাবটা সত্যি করে ৫০ শতাংশ গরিব মানুষের হাতে মাত্র ৪.১ শতাংশ সম্পদ। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ বা বিশ্বাস করাতে গেলে সাথে নেমে হাঁটতে তো হবেই বাপু!

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৯৭৭ সালের ১১ জুন। ২. ইংলিশ চ্যানেল (১৯৫৮), বিজ্রাল্টার প্রণালী (১৯৬৬), দার্দানেলেমস (১৯৬৬), বসফোরাম প্রণালী (১৬৬), পানামা খাল (১৯৬৬)। জন্ম ১০৩০ সালের ১৬ নভেম্বর, মৃত্যু ১৯৯৭ সালের ১১ জুন। ৩. ১৯৬৪ সালের ১২ জুন, ২৭ বছর, সাতজন। ৪. ১৯৪০ সালের ১৩ জুন লন্ডনে, জালিয়ানওয়ালাবাগের নায়ক ডায়ারকে লন্ডনে ১৯৪০ সালের ১৩ মার্চ হত্যা করেন। ৫. ১৯৪২ সালের ১৩ জুন, ৩০ জনের। ৬. দৈনিক সংবাদ প্রভাকর। ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ৭. এনরাকুলাম ময়নাশংকরণ নাম্বুদিরিপাদ, ১৯০৯ সালের ১৪ জুন, কেরালায়। ৮. ১৯২৮ সালের ১৪ জুন আর্জেন্টিনার রোসারিও শহরে। ৯. ১৪ জুন, বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টাইনারের জন্মদিনকে স্মরণে, তিনি রক্তের গ্রুপ আবিষ্কার করেন। ১০. ১১০ বছর, ২০১২ সালের ১৪ জুন। ১১. ১৯৬০ সালের ১৫ জুন, শিক্ষাবিদ সুকুমার সেন। ১২. ১৯৯১ সালের ১৭ জুন।

গরমে কাবাডি খেলোয়াড়ের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ জুন : প্রচণ্ড গরমের বলি হলেন আব্দুল শেখ

(৬৬) নামের এক অতীত দিনের কাবাডি খেলোয়াড়। মৃতের বাড়ি কালনা থানার 'কাবাডি গ্রাম' বলে খ্যাত কালীনগরে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে ১২ জুন সকালে অসুস্থ হয়ে পড়েন এই কাবাডি খেলোয়াড়। তাঁকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় এদিন দুপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। চিনের বেজিংয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়াডে ভারতীয় কাবাডি দলের প্রতিনিধিত্ব করেন এই কালীনগর গ্রামের খেলোয়াড় প্রয়াত আনজার আলী সেখ। এই আনজার আলীর নিকট আত্মীয় হলেন প্রয়াত আব্দুল সেখ। প্রত্যন্ত কালীনগর গ্রামকে কাবাডি গ্রাম বলে খ্যাত করে তুলতে প্রয়াত আনজার আলী, আব্দুল সেখদের অবদান অপরিসীম। আব্দুল সেখের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেন ক্রীড়া জগতের বহু মানুষ। ১২ জুন রাতেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে।

ফিরল সায়নী

—প্রথম পাতার পর

১টা নাগাদ ক্যাটালিনা চ্যানেল জয় করে। আমেরিকার ২০ মাইল দীর্ঘ এই চ্যানেলটি পাড়ি জমাতে তার সময় লাগে ১২ ঘন্টা ৪৬ মিনিট।

২০১৭ সালের জুলাই মাসে ইংলিশ চ্যানেল এবং ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার রটনেস্ট চ্যানেল পার করার পর আমেরিকার কাটালিনা চ্যানেলও তিনি জয় করলেন। ক্যাটালিনা অভিযানে প্রতিকূল আবহাওয়া থাকায় সায়নীকে অতিরিক্ত আড়াই মাইল বেশি সাঁতরাতে হয়। এই দীর্ঘ সাঁতারে জেলিফিসের উৎপাত ছিল। সায়নী দাস খুব কাছ থেকে ডলফিন দেখেছে। ক্যাটলিনা চানেলে তাপমাত্র ছিল ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সায়নী দাসের বাড়ি ফেরার খবর পেয়ে এদিন তাঁর বাড়িতে এসে অভিনন্দন জানিয়ে যান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা-কর্মী, আত্মীয় পরিজন এবং পাড়া- প্রতিবেশীরা।

প্রয়াত সুধীর রায়

—প্রথম পাতার পর

ইতিহাসেও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ডক্টরেটও করেন।

রাজ কলেজে অধ্যাপনার সাথে তিনি জেলা জুড়ে অধ্যাপকদের একটি সংগঠনে যুক্ত করতে প্রয়াসী হন। জেলা, রাজ্য এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও তিনি এ বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সর্বভারতীয় অধ্যাপক সংগঠনেরও তিনি সভাপতি ছিলেন বেশ কিছুদিন। ১৯৮৪ সাল থেকে ৩ বার তিনি লোকসভার সদস্য ছিলেন। কলেজ সার্ভিস কমিশন, ইউজিসি বা উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর দপ্তর সব জায়গাতেই তাঁর অবারিত দ্বার। অসাধারণ একজন ভালো মানুষ হওয়ার সুবাদেই তিনি সর্বত্র মান্যতা পেতেন।

ছাত্র অবস্থাতেই রাজনীতি শুরু করেছিলেন। তারই রেশ ধরে ১৯৬৪ সালে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন। বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট-এর সদস্য হিসাবেও তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার প্রয়াসে।

মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল ঐকান্তিক। ছাত্রদরদী শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন তুলনাহীন। তাঁকে জেলা জুড়ে সবাই 'স্যার' বলেই সম্বোধন করতেন।

পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি (মার্কসবাদী) আয়োজিত লায়ন্স ক্লাবে স্মরণসভাটি অনুষ্ঠিত হয় ১১ জুন বিকালে। হল ভর্তি অনুরাগীদের সম্বোধন করে বক্তব্য রাখেন অমল হালদার এবং অচিন্ত্য মল্লিক। দুজনেই উল্লেখ করেন চরম নৈরাজ্যের জমানাতেও সুধীর রায় অকুতোভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম করতেন সন্ত্রাস উপেক্ষা করেই। নেতৃদ্বয় তাঁর অসামান্য মানবদরদী মন এবং নিষ্ঠাবান কমিউনিস্টসুলভ আচার-আচরণের উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত জানান প্রতি মাসে নিয়মমতো পার্টিকে দেয় লেভি পৌঁছে দিতেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রয়াত রায়ের দীর্ঘকালের সহকর্মী অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। শোকপ্রস্তাব পাঠের পাশাপাশি তিনি স্মৃতিচারণ করেন। ১৯৬৫ সালে রাজ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করার সময় থেকেই তিনি নানাভাবে এই প্রবীণ অধ্যাপকের সাহচর্য পেয়েছেন এবং পেয়েছেন সংগঠন করার প্রেরণায় উৎস হিসাবে। মাঝে মাঝেই তিনি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন।

ইয়ে হ্যায় মুম্বাই বাবু

—দুয়ের পাতার পর

সামনে পিছনে, এপাশ ওপাশে শুধু পেশেন্ট আর পেশেন্টের আত্মীয়-স্বজন... কয়েক হাজার মানুষ—যারা সকলেই এসেছেন চিকিৎসা পরিষেবা নিতে।

আমাদের ট্যাক্সি কিংবা অ্যাম্বুলেন্স করে যাতায়াত করতে হয়। বেশিরভাগ ট্যাক্সি চালককে দেখি মুসলিম। যাত্রীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন। বাইরের লোক বলেই হয়তো খুব ভালো করে জেনে নেন ঠিক কোথায় যেতে চাই। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে বলেন, ওইটা কবুতরচরা, ওইটা গণপতি মন্দির—কোনদিকে যাব?

হুসহাস করে এখানে ট্যাক্সি চলে না। যাত্রীদের সঙ্গে ভারসাম্য রাখা নির্দিষ্ট একটি গতি আছে। যাত্রীদের সমস্যা হবার কথা নয়। রাস্তাঘাট দেখেশুনে যাওয়া যায়। একবার ভুল হলে আবার ট্যাক্সি ঘুরিয়ে পিছনের অবস্থানে চলে আসে...কোনো বিরক্তি নেই। রাস্তায় অন্য কোনো গাড়ি বা বাসকে টেক্কা দেবার ব্যাপার নেই...একটা নির্দিষ্ট ছন্দে সকলে চলাফেরা করছে। সকলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করছেন কিন্তু কোনো হুটোপুটি নেই। চিৎকার চেঁচামেচি নেই, ক্ষোভ আছে, পরিষেবা নিয়ে বিভ্রান্তি আছে, ভাষার সমস্যা আছে... কিন্তু সবকিছু মানিয়ে সকলে ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছেন নিজেদের সমস্যা সমাধানে। সপ্তাহবাসের এই কয়েকদিনে একটি মাত্র চেঁচামেচি এবং একটি মাত্র আত্মীয় বিয়োগের কান্না শুনেছি।

রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম আছে, পথের উপরে বহু মানুষের যাতায়াত, সকলে হাঁটছেন, তাদের সকলের পাশ কাটিয়ে মোটরযানকে পথ করে নিতে হয়, কিন্তু কোনো অশ্রাব্য ভাষার প্রয়োগ নেই, যা আমাকে আশ্চর্য করেছে।

এখানে এসে জানতে পারলাম, শনিবার এবং রবিবার টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে নতুন কোনো রোগীর পরিষেবা দেওয়া হয় না। সেজন্য সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন বাইরে থেকে আনুমানিক হাজার বিশেক মানুষ এই হাসপাতালে আসেন। তাদের মুখের ভাষা, আহার্য, পেশাক-পরিচ্ছদ বিভিন্ন রকমের। কিন্তু তারা সকলেই আসছেন শুধুমাত্র চিকিৎসা পরিষেবা নিতে।

এখানে নিদিষ্ট পরিকাঠামো, নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা, এর মধ্যে সকলকে পরিষেবা নিতে হয়। এই ক'দিনের অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার খবচের থেকে মাথা গোঁজার ঠাঁই বাবদ খরচ সবচেয়ে বেশি। আর এই চিকিৎসা পরিষেবা দীর্ঘস্থায়ী। সেজন্য রোগী বা রোগীর আত্মীয়-পরিজনকে ঘরের খোঁজে শহরতলীতে আশ্রয় খুঁজতে হয়।

ট্যাক্সি পরিষেবার উপর সকলকে নির্ভর করতে হয়। ট্যাক্সি ড্রাইভারদের কথা আগেই বলেছি। এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে স্বল্প সময়ের আলাপে বুঝিয়ে দিলেন...বেঙ্গলে তো বিজেপি শাসন আসছে, আপনারা তো মোদিকে ভোট দিলেন! মোদিকে এবার ওখানে একটা টাটা মেমোরিয়াল-এর মতো হাসপাতাল করে দিতে বলুন!

সত্যি বলছি, ভাড়া মেটাবার টাকা দিতে গিয়ে চমকে উঠলাম।

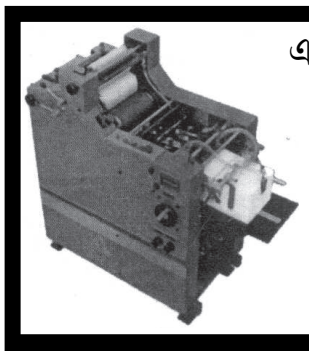

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

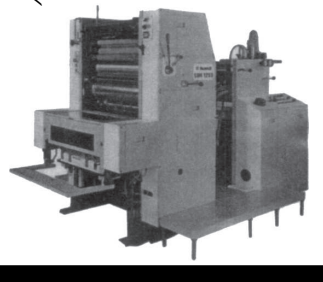

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা